OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 39
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 29 - 39
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাদার বেত্তান্ত’ : প্রান্তিকের প্রতিধ্বনি

ড. নাজমা ইয়াসমিন
শিক্ষক, পূর্ব বর্ধমান
Email ID : najmah.yasmeen@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Sundarbans, Baada, Poverty, Exploitation, Marginalization, Environmental challenges, Social-reality.

Abstract
In the 1970s, Raghab Bandyopadhyay's short stories emerged as a distinctive literary trend. His collection, ‘Baadar Golpo’, stands out for its profound exploration of the marginalized ‘Baada’ communities residing in the waterlogged regions bordering the Sundarbans, the southernmost part of West Bengal.

These stories paint a vivid picture of lives perpetually teetering on the brink, where the relentless ebb and flow of saltwater have rendered any semblance of stability elusive. The ‘Baada’ people, year after year, grapple with the twin scourges of poverty and malnutrition, their frail bodies succumbing to the harsh realities of their existence. Often, they are reduced to a state of utter destitution. The powerful elite, far removed from their suffering, continue to exploit these marginalized communities, leaving them with little hope for a better future.

Despite their understanding of their plight, the impoverished ‘Baada’ people are unable to collectively resist their oppressors. The stories delve deep into the complexities of their lives, capturing the anguish of their existence, their struggles for survival, and the erosion of their physical and mental well-being. The narrative is enriched by the use of colloquial language, reflecting the regional dialects of the ‘Baada’ people. Raghab Bandyopadhyay's masterful storytelling, marked by vivid imagery and evocative descriptions, transports the reader to the heart of the Sundarbans. The ‘Baada’ people, surrounded by the dangers of the mangrove forests, the threats posed by tigers and crocodiles, and the constant exploitation by moneylenders, lead lives characterized by a multifaceted social reality. It is this intricate interplay of environmental, social, and economic factors that breathes life into the ‘Baada’ narratives.

Discussion

পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণে, বঙ্গোপসাগর সন্নিহিত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এলাকা সুন্দরবন নামে পরিচিত। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, জলবায়ু, জীবিকা, জীবনসংগ্রাম, লৌকিক দেব-দেবতা সব মিলিয়ে রহস্যময় এই বনাঞ্চল বাংলা ছোটোগল্পে বারেবারে প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। সেখানকার বিখ্যাত বাদা ও লাট অঞ্চল যেসব ছোটোগল্পে ভিন্নভাবে ধরা দিয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বজরা’, ‘জুয়ো’, ‘সহবাস’, বুদ্ধদেব গুহর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 39
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'জোয়ার', 'বনবিবির বনে', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়', ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘেরি', 'হাড়', 'নোনা', 'তাতারাসি', 'জলের আয়না', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ', 'কুমির', 'চিংড়ি', শচীন দাশের 'বাদাভূমির গল্প', 'সোলেমানের ডিঙা', 'ফেরা', 'বনবিবির বাওয়ালি', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা', তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুন্দরবনের জার্নাল' ইত্যাদি।

সত্তর দশকে ছোটোগল্পের জগতকে যাঁরা ব্যতিক্রমী লিখনশৈলী দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের অন্যতম রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৮-২০১৭)। নবারুণ ভট্টাচার্য চেনা ছকের বাইরে রাঘবের লেখা সম্পর্কে বলেছেন-

"এটাও একটা ধরনের রাজনীতি-যা রাঘবেরই নিজস্ব।"[১]

'স্পন্দন' পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছদ্মনাম দেন শংকর বসু। মূলত রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লেখালেখি শুরু করলেও পরে তাঁর লেখার বিষয় ও উপাদান বদলে যায়। তাঁর সাহিত্যজীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্বের ফসল 'বাদার গল্প' (১৯৭৭) সংকলন। এই সংকলনের সাতটি গল্প হল- 'ভূ', 'টঙ', 'বাদার গল্প ১', 'বাদার গল্প ২', 'বাদার গল্প ৩', 'সম্পত্তিবানদের বিরুদ্ধে ছিরু মাঝি', 'ভাসানিজাল ও রমানাথ আরি'। গল্পগুলি ক্রমান্বয়ে পড়লে বাদার জীবন ও জীবিকার নির্মেদ, নির্মম, বাস্তবনিষ্ঠ ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠকের মন ও মস্তিষ্ক অধিকার করে নেয়। একথাও উল্লেখ্য যে—

> "গল্পগুলি পাঠের সময় যেহেতু তারিখের উল্লেখ নজর এড়িয়ে যায় না, তাই এদের বিশ্লেষণের পরিসরটি জুড়েও থাকে একটি কালিক মাত্রা।"[২]

টানটান, ঋজু, তীক্ষ্ণ শব্দ পরপর সাজিয়ে যে বাক্য তিনি লেখেন, তা উলঙ্গ তরবারির মতো শাণিত অস্ত্র। পাঠ থেকে পাঠকের বিরতির অবকাশ থাকে না।

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকেন্দ্রিক সমস্যার অভ্যন্তরে রাজনীতি ও আইনের যে জটিল সমীকরণ, তা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাদার গল্প' শীর্ষক সংকলনের প্রথম গল্প 'ভূ'-তে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। গল্প-শরীরে প্রবেশের আগে 'গল্প সংগ্রহ'-এর 'ভূমিকা' অংশে রণবীর লাহিড়ীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

> "তাঁর গল্পকে যদি চিহ্নিত করতে হয়, তা হলে বলতে হবে এগুলি মূলত অঞ্চল-প্রধান, স্থান-প্রধান, অর্থাৎ একটি বিশেষ রাস্তা, গলি, রক, পাড়া, নদীঘাট, খালপাড়, ঝুপড়ি ইত্যাদি তাঁর আখ্যান-বিশ্বের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে বসে। তবে, এগুলি কখনোই সময়ের গ্রন্থিচ্যুত কোনো পরিসর নয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের স্পর্শেই অঞ্চলগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে, নড়েচড়ে বসে তার মানুষজন আর ঘটতে থাকে ঘটনা। ... একটা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আখ্যান তৈরির প্রথম প্রয়াস এই সংগ্রহের বাদার গল্প। রচনাকাল সত্তর দশকের মধ্যভাগ। বাস্তবধর্মী আখ্যান হিসেবে বাদার গল্প বুঝতে গেলে প্রতিপদে পাঠককে হোঁচট খাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ এই প্রথম সচেতনভাবে লেখক চেষ্টা করেছেন রচনাটি যেন কোনোভাবেই 'naturalized' না হয়ে ওঠে।"[৩]

উপরিউক্ত সচেতনবাক্য স্মরণে রেখে গল্পের আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। সুন্দরবন অঞ্চলের ভারতগড়ের যে জমি ঘিরে সমস্যা ঘনীভূত হয়েছে,

> "তেরচা সেই জমি বাদার বুকের ভেতর। সামনে ডোবায় পচা নারকেল পাতা, পাশে খড়ের গাদা গওলে হাম্বা শব্দ আর ল্যাজের দোলা। আর উঁচু এট্টা পথ এর ভিদরে এট্টু এগগে বাদায় গে মিশিছে...।"[৪]

জমিটি ভাগচাষি ফজলর রহমানের। তার পরদাদা ছিল মেদিনীপুরের চাষি। সুদ আর কর্জের কবলে পড়ে, সব হারিয়ে তারা এসে ঠেকে এই বাদার জমিতে। সেই জমিটুকু নিয়ে কামনা পালের সঙ্গে মোকদ্দমা। কোর্ট-কাছারি হলেও ফজলর জানে,

> "চাষার জমি অমনিই থাকে বা লাঠির আর গতরের তাগত আগলে রাখে, মোকদ্দমা, কাছাড়ি আর সইসাবুদে পালেদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 39
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তারিখের পর তারিখের প্রহসন চলে, আর পালের ভোগস্বত্ব বজায় থাকে। গ্রামের মানী লোকের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে করে তার দিন কাটে। ক্রমশ প্রকৃতি তার রূপ বদলায় আর ফজলরের সাংসারিক অনটন বৃদ্ধি পায়। আইনের জোরে জমি রাখতে না পেরে সে গায়ের জোরে জমির দখল নিতে যায়। পুলিশের গুলিতে মারা যায় ফজলর। সময় এগোয়, কিন্তু পরিস্থিতি বদলায় না। গল্পে এসে পড়ে পরবর্তী প্রজন্ম ফজলরের ছেলে আবুর প্রসঙ্গ। বর্তমানে,

> "কামনা পাল জমি-জমা বেচে দিয়ে মাছের ব্যাওসা, বরফ কল আর ইটভাটা খুলেছে। এখন দাগ নম্বর দু'হাজার একশো আটাত্তর মার্কা জমি হামিদ লস্করের। আবু সেই জমি ভাগে চষত। এখন মামলা, ভাগচাষি উচ্ছেদ বিষয়ে। কারণ, হামিদ আবুকে উচ্ছেদ করবে বলে ফসল নিয়ে কোনো রসিদ দেয়নি। যদিও আবু ধান তুলেছিল হামিদের দাবায়, সেখানেই মাপজোক হয়, আধাআধি বখরার পরে ফের একভাগ নেয়, ধার কর্জ সুদ খাতে, আর আবু মাথায় করে ঘরে আনে পাঁচ মণ ধান। খড়ের ভাগা তাকে দেয়নি, দেয়নি একটা রসিদ। ফলে বাসন্তী ভাগচাষ অফিসারের কাছে আবু মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়।"[৬]

বোঝা গেল, সময়ের সঙ্গে জমি হস্তান্তরিত হয়েছে। আইনি ফাঁক খুঁজে হামিদ আবুকে রসিদ দেয়নি, যাতে প্রমাণ হয় যে আবু হামিদের জমি চাষ করেনি। আবু আর কোনোভাবেই জমির বর্গাদার হিসেবে দাবি করতে পারবে না। আবু এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আবার মামলা করে। প্রথমে বাসন্তীর ভাগচাষ অফিসার, পরে আলিপুর এস.ডি.ও. আবুর মামলা খারিজ করে দেয়। আর কোনো আশা বা প্রত্যাশা অবশিষ্ট থাকে না, বর্গাদার হিসেবে তাকে কবর দেওয়ার মাটিটুকু ছাড়া। এই গল্প বাদা অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন ইতিবৃত্ত নয়। বরং ভাগচাষি হিসেবে যারা প্রকৃত দাবিদার, তাদের প্রতি বঞ্চনার বৃত্তান্ত। আইনি কূট-কৌশলে, কাগুজে ষড়যন্ত্রে ফজলর বা আবুর মতো মানুষেরা বারবার পরাজিত হয়। ক্ষমতায়নের আধিপত্য নিশ্চিত করতে অসম এই লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হয় প্রান্তিক চাষিরা।

'টঙ' গল্পটির দুটি পর্ব– 'গুয়ে সাপ' ও 'সালতি কিংবা টঙ : সন ১৩৫৫'। প্রথম পর্ব 'গুয়ে সাপ' অংশে মাতলা নদী তীরবর্তী বাদায় 'পৌষ মাসে নামা, বেটাইমের বৃষ্টি' তামাম ভাগচাষি, খেতমজুর, গেরস্তকে বিপর্যস্ত করে দেয়। বিশেষ করে ইসাকের বাজানের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। হলুদ পৌউষী ধানে যখন খেত ডগমগে ছিল, তখন এই অকাল বৃষ্টি তাদের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করে দিল। যদিও মৃত্যুকে তারা ভয় করে না- 'ধান রোঁয়ার টাইমে, সাকুল্যে আমঝাড়া থেকে ৭টা মর্দ আর ২টো মাগি মারা গ্যাছে।' মানবসম্পদের এই অপচয়ে তারা অভ্যস্ত। অসহায় হলে তারা-

> "হজরত মোহম্মদের বেত্তান্ত চালাচালি করে বুকে তাগত অথবা হতাশা পয়দা করে:
> ইয়ানপসি, ইয়ানপসি...।
> হায়! হায়!
> এখন আমার উপায়!...
> আর কেউ না কেউ খোদাতাল্লার নাম নেয়। তখন হজরতের বেত্তান্ত একটা বাঁক নেয় : ইয়াউম্মতি! ইয়াউম্মতি। ...আললা ইহাদের কী হইবে!"[৭]

তবু আষাঢ় তাদের ক্লিষ্ট প্রাণে আশা জাগানিয়া হাসির জোগান দেয়। ইসাকের মতো দিগম্বর, ক্ষুধার্ত শিশুরা খাদ্যের স্বপ্ন দেখে। খিদে সে চেনে, সহ্য করতেও শিখেছে। বাজান যখন শীতের ধান দ্রুততম গতিতে কাটতে শুরু করবে, তখন ইসাক একটা 'স্থায়ী সুখ'-এর কল্পনা করবে- 'যে সুখ টাঙানো থাকে তালগাছের মাথায় মেটে হাঁড়িতে, সাদাটে ফেনা আর বুদবুদে।' 'সালতি কিংবা টঙ : সন ১৩৫৫' পর্বে দেখা যায়, ছোট্ট ইসাক চারদিকের ধোঁয়ার মধ্যে তার বাজানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে দেখেছিল মুস্তাফিদের সুপুরি ও খেজুর গাছের মাথায় লটকানো ধোঁয়া থেকে পোড়া ধানের গন্ধ বেরোচ্ছে। সে নিজের চোখে মুস্তাফিকে পৌউষী ধানে আগুন লাগাতে দেখেছে। জানে,

> "মুস্তাফিরই ধান। কিন্তু হল দেছে ইসাকের বাপ, দাদা, পরদাদা, জ্ঞাতি কুটুম। বীজ রুয়েছে মাজা ভেঙে তারাই। কাদা করেছে। নিড়েন দেছে। সামাল দেছে। গোছা করে হেঁসো দে গোড়া মুইড়ে কেটিছে।"[৮]

সেই ধানের ভেতর ইসাকের বাপের লোনা চামের গন্ধ, ঘামের গন্ধ মিশে আছে। আগুন রাঙা আধপোড়া ধান দেখে ইসাকের পেটের ভেতর সেই চেনা ভুখের ব্যথা টনটনিয়ে ওঠে। বাজানকে হারিয়ে সে প্রায় তিনদিন অভুক্ত। খাওয়া যায়, এমন 'সাদা ভাত কিংবা রুটি, মাইলোর লেই, বুনো ওল বা খুঁদের জাউ বা ফ্যান' কিছুই সে পায়নি। মুস্তাফিকে ধান গোলায় আগুন দিতে দেখেও ইসাক বাধা দিতে সাহস করতে পারেনি। বুটজুতোর শব্দে সেই প্রথম খুড়োকে ইসাক 'জোতদার' বলে চিনেছিল।

বাজানকে খুঁজতে খুঁজতে টঙের হদিস পেয়েও 'ইসাক হাইরে যেতি নাগল...'। ঠিক তখনই বাদার সবুজ থোগা আর ফাটা মাটির বুক "দিয়ে লম্বা ছায়া ফেলে হেঁটে যাচ্ছে এক কৃষক... বুকে, পিঠে, হাতে দড়ির ফাঁস থাকায় হোঁচট খাচ্ছে বলে তার পায়ের চাপে গুঁড়ো হয় মাটি।"[৯] কিন্তু ইসাক এসব দেখতে পেল না। সে তখন ডাঁই করা পোড়া ধানের মধ্যে কালো হয়ে যাওয়া শিশু!

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাদার গল্প : ১'- এ বাদার "চাদ্দিকে জলে জল। বাদা আর লজর হয় না। বা, বাদার যা কিছু সবুজ সব পানিতেই উলটে পড়েছে। ...বাদার কোনও লক্ষণ নেই। চেন্নো নেই।"[১০] পানি ব্যতীত বাদার যা কিছু বৈচিত্র, তা কেবল তার ভৌগোলিক অবস্থান জনিত কারণেই নয়, মানুষের জীবন-জীবিকার বৈচিত্রেও তার দেখা মেলে। 'মরসুমের পয়লা ভাসানে' বদর গাজি আর বনবিবিকে স্মরণ করে ইসাক, আকবর ও নেতাইরা আশার জাল বোনে। বাদার লোনা জল আর সীমাহীন দারিদ্র্যে থিতু হতে তারা কখনও ফুল চিংড়ি, বা গুগলি বেচে। কখনও বা পাতলা জাল-ছাঁকনি দিয়ে দিনভর মাছ ধরেও বিশেষ লাভজনক দর পায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়। সেখানে কুবের, গণেশ অসুস্থ শরীরে সারারাত ইলিশ মাছ ধরে। কিন্তু বাকি জেলেদের কাছেও মাছের ভালো যোগান থাকায় সকালে কুবের মাছের বিশেষ দর পায় না। এ গল্পেও মাছ ধরার মরসুম এলে জেলেদের চোখে নানা স্বপ্ন, আশা, খুশি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতি, মানুষ, কেউই সঙ্গ দেয় না। সারা বছর তাদের জীবনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে "এক বেত্তান্ত। বাদার বেত্তান্ত। বাদা হল আবাদে রাজ্যি। বাদায় যেতে এক ভাটা দো ভাটা। বাদা পানির ঘেরাটোপের ভেতর শান্ত। যেন এই পানি তার ঘোমটা। পানি যেন বাদাকে ভেন্ন করেছে অ্যাল গাড়ি আর শুউরে চলনবলন ঠমক ছটক থেকে। বাদার নিয়মকানুন-কেতাও ভেন্ন। গাজিবাবার রাজত্বি। বদর গাজি বাপ। সেখানে ঘোলা জলের সোত। তলায় তলায় মিঠেপানির চোরা সোত। জওর। ভাটি। আর বিবির বুকের মত মাটি। বছর বিয়োনি ফাতেমার খোলের মতো মাটি। ছাবালের মতো ধান। ধানের ভেতর থোর। ধানের বুকে দুধ। সিখানে পৌউষী খেতের উজান, দোলন। মাকাই আর কদু, নাউ, তরমুজ। সাতসতেরো শাগ। শামুক, গুগলি, কাঁকড়া। কাঠ, মধু, টসটস মধুর ফোঁটায়-জীবন, জীবিকা। রুটি আর রুজি। কামাইধন্ধ। বাঁচার কল, ফিকির।"[১১]

বৃষ্টির মরশুমে ইসাক বীজ বপন করে অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে। আর নৌকা জমা নিয়ে মাছের ব্যবসা করে। এসবে না পোষালে বাধ্যতামূলক কাঠ বা মধুর খোঁজে যেতে হয় ঘন জঙ্গলে। 'তবে সিখানে ফারেস্ট আপিস আর বাদার কাঁচাখেকো দ্যাবতা থাকেন। তেনার কিরপা হলে বেহস্তেও যেতি পারো, দোজখও হতি পারে'। না হলে ব্যাং ধরার কাজ তো আছেই। এর আগেও বাদার মানুষের জীবিকা হিসেবে ব্যাং সরবরাহের উল্লেখ পাওয়া গেছে। এছাড়া আরেকটি নিশ্চিত উপায় আছে-

> "মাগটাকে পাইঠে দিলে লস্করবাড়ি ধান সেদ্ধ করতি। ঝাড়া দিতি। লস্করদের মেজো ছাবাল মনে কল্লে তুমার মাগটাকে গলঘরে গোরুর লাদির পাশে চিত কত্তি পারে। কিন্তু হাফ কিলো চাল-আটা সামলে নিয়ে সনঝেবেলা মাগ তুমার ঘরে ফিরবে ঠিক। লিচ্চয়।"[১২]

শরীরের বিনিময়ে খাদ্যের নিশ্চয়তা 'বাদার বেত্তান্ত'-এ ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

রসহীন জীবনের মধ্যেও তারা, বাদার অভুক্ত, প্রায়-উলঙ্গ মানুষেরা মনসার গান শোনে। ইসাকের যুবতী বউ ফাতেমার রুগ্ন শরীর সুস্থ করতে 'দোয়া তাবিজ হাজোত তো কত কোল্ল। একুশটা মেটে ঘোড়া কিনে বাবা ঠাকুরের থানে ছলন দিল। তুকতাক ঝাড়ফুঁক হাকিমকোবরেজ জলপড়া কত কী'। তাদের অভাব, বিনোদন, বিশ্বাস-সংস্কার কোনও কিছুই বিশেষ ধর্ম নির্ভর নয়। বাদার মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি-নীতি আঞ্চলিকতার স্বাদ বহন করে। সাপে কাটা পুত্রকে কবরে

শায়িত করতে ইসাকের এক টুকরো কাফন জোটেনি। বাধ্য হয়ে উলঙ্গ সন্তানকে কবর দেয়। তবু তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে পারে না। অনাহারে, অর্ধাহারে, শারীরিক পরিশ্রমে ভীত মানুষগুলি 'আল্লার মার' বলে সান্ত্বনা দেয় নিজেদের। জীবন-মৃত্যুর প্রবহমানতার পাশাপাশি তারা এজেন্ট, জলপুলিশ, ফরেস্ট অফিসার ও পাইকের অত্যাচার নিয়ে বাস করে। গোপাল কাহার যেমন 'গণতন্ত্র' দেখেনি, চিনত না, ঠিক তেমনি 'ইসাক গরমেন্ট দেখেনি কখনো। তাই গরমেন্টের কথা জানেনি'। ফলে প্রতিবাদ বা আইনের কথা তারা জানে না। সরকারি দাদনের নিয়মের ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা চলে অহরহ। রাতদিন জলে ভিজে, শরীরে ন্যাকড়া আর হাতের ফাঁকে দগদগে ঘা নিয়ে যখন তাদের জালে মাছের পরিবর্তে 'নোয়া সমেত বিটিছাবালের হাত' ওঠে, তখন বাদার আরেক রূপ উদ্ঘটিত হয়। পাঠক কৌতূহলী হয়, কিন্তু –

> "এই লাশ ডিঙির ভেতর থেকে টেনে নামালেও ত্যামন ত্যারশফ্যারশ হবে না, যেহেতু এই বাদায় সবই জানা, লুট দাঙ্গা খুনের বৃত্তান্ত। কারণ এই বাদায়ি সবাই সবাইকে চেনে, জাতপাত হাঁড়ির সম্বাদ জানে। বিটি ছাবাল খুন হলে জানাই যে সে ভ্রূণ হত্যা করতে চায়নি, বা পাইকের মাহাজন বাবু তার শরীরে আঙুল ছোঁয়াতে পারেনি। বিটি লিজে লষ্ট লয়, বা সে পেটেরটা লষ্ট করতে চায়নি। যা ক্রমে একটা বেত্তান্ত হয়ে যাবে এবং মাছহাটা থেকে ডিঙি চেপে চালান যাবে মাতলার ধারে কাছে যত ডাঙি, যেখানে যত মানুষ আছে।"[১৩]

বাদার এই ছবি চেনা, স্বাভাবিক হলেও প্রতিটি পিতা, স্বামী নিজের মনেই অজানা আশঙ্কায় দোলে, তাদের ঘরের স্ত্রী, কন্যারা কেমন আছে! লোনা জলের রূপ-রহস্য, আকর্ষণে বাদার মানুষের জীবন অনিশ্চিত, দিশাহীন হয়।

'বাদার গল্প ২'-তে গল্পকার আমাদের মোবারক লস্করের মাধ্যমে বাদার বারোমাস্যার ছবি দেখিয়েছেন। বাদায় বর্ষা এলে জমির মালিকেরা জমিতে কাজের জন্য কর্মদক্ষ মোবারকের খোঁজ করে। ভাগের জমি, আধিয়ারের জমিতে কাজের বিনিময়ে সে পূর্ববর্তী বছরগুলির মতোই পায় একবেলা খাওয়া, দুটো টাকা আর দশটা বিড়ি। অঘ্রাণে ফসল উঠলে মালিকের ঘরে পয়সা আসে। এতে মোবারকের কোনও লাভ নেই। তার মজুরি অপরিবর্তিত থাকে। আবার—

> "আঘান মাসের পরে কখনোসখনো মাকাই ফেলে দেয় চাট্টি। জিরেনের অসের কারবার করে। মাগটার, ছাবালের ড্যানা ধরে যেতি হয় ক্যানিং হাটে। সিখান থেকে মুড়ি কিনে টনশউরে বাবু বাড়ি বেচতে যায়। তারপর তুমার আরও টান। আরও টান। আরও শুখা। তখন লোগের বাড়ি কাজ কত্তি যায়। আঘানের ধান সেদ্ধ, ঝাড়াই ই সব তো আছেই।"[১৪]

কেবল মোবারক নয়, বিশেষ মরসুমে ব্যস্ততা সকলেরই বাড়ে। ঘাটের কাছে বাস থেকে দুধ, আনাজ, বিডিও অফিসের কর্মচারি, পাইকার, ব্যবসায়ী নিয়ে তবে কাজেম লস্করের নৌকা রওনা দেয়।

অঘ্রাণের পর থেকে আষাঢ় পর্যন্ত বিরাট বাদা কাজহীন। তখন সাপে কাটা বা ভেদবমিতে মৃত্যু লেগে থাকে। পৌউষী ধানের মরসুমের দিকে তাকিয়ে তাদের সব আশা-ভরসা। বছরের বেশিরভাগ সময় মাইলোর খিচুড়ি আর ফ্যান ভাত খেয়ে তারা মাঝেমধ্যে গানও গায়। বাবুর জমিতে কাজ করে পাওনা টাকা থেকে সংসার খরচ বাদে মোবারকের বেঁচেছে দশ টাকা। আর 'শ খানেক টাকার আশায় সে যাচ্ছে এজেন্টের কাছে। টাকা পেলে বিশুবাবুর জমি সে ভাগচাষে পাবে। না হলে আবার গুষ্টিসুদ্ধ মরণ! খিদের জ্বালায় তখন বীজধান সেদ্ধ করে খেয়ে ফেলেছে। এখন আতান্তরে পড়েছে সে। জানে, বাদার লোনা মাটি কৃপণ নয়। ঠিকমতো যত্ন করে চাষ দিলে মাটি সোনা ফলাবে। পঞ্চাশ বছরের মোবারক এই বাদায় জীবনের চড়াই উতরাই পেরিয়ে এসেছে,

> "এর ভিদরে মোবারক কলমা পড়ে শাদি করল, মোবারকের ছাবাল পান হল, মাগটার দেহ শরীল ভাঙল। অ্যাদ্দিন ধরে সে পেটের খিদে দেখল। টের পেল। হল বেচল, গরু বেচল। পাল্লে মাগ বেচত। পাল্লে ছাবালপান বেচত। কে জানে বেচতে হবে কি না।"[১৫]

খিদের জ্বালায় কচুবেড়ের শামসের তেরো বছরের মেয়েকে বেচে দিয়েছে। এইসব ঘটনা পরম্পরা চলতে চলতে আবার বছর ঘুরে যায়। আবার বাদায় বর্ষা আসে, চাষবাস হয়, লোকে বজ্রপাতে মরে। জীবন-মৃত্যুর সহাবস্থানে বাদার লোনা জলে জীবন গতি পায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 39
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার মধ্যেও মোবারক আশা ছাড়ে না। লিজের জমিতে ধান রোয়ার ব্যবস্থা করতে সে সোনার চশমা পরা এজেন্টের কাছে টাকা চায়। মাছ, ধান আর চটার কারবারি এজেন্ট। লাভ হয় না। টাকার বদলে সে সাময়িক কাজ পায় এজেন্টের জমিতে। দীর্ঘস্থায়ী সুরাহা হয়নি। আশাহত, নিরুপায় মোবারক ফিরতি নৌকায় বাদামুখো। ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে আসে। নিম্নবিত্ত সকলেরই প্রায় এক অবস্থা। অনির্দিষ্ট, উদ্দেশ্যহীন তাদের এই জীবনযাত্রা। নির্দিষ্ট মরসুম ছাড়া বছরের বাকি সময় প্রায় বৃত্তিহীন, অন্নহীন বাদার নিম্নবিত্ত মানুষেরা। অসহনীয় দারিদ্র্য তাদের গলা টিপে ধরে। তবু তারা বাদা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে সাহস পায় না। নোনা মাটির প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণে তারা বাঁধা পড়ে থাকে।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাদার গল্প ৩'-এর গল্পের সূচনা নেবারণের বিবাহ প্রসঙ্গ দিয়ে। তবে বিয়ের আগে-পরে বেশ কিছু ঘটনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে গল্পের প্রেক্ষাপট ও আঞ্চলিক পরিবেশকে স্পষ্ট করা হয়েছে। বিয়ের আগে নিবারণ ন্যায্য মজুরির জন্য মহাজন নগেন সাঁপুইকে মারতে গিয়েছিল। আদালতের বিচারে নিবারণের আড়াই বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। ফিরে এসে বিবাহিত নিবারণ ভিটে পাওয়ার প্রত্যাশায় সেই নগেনের কাছেই কাজ চায়, সাহায্য চায়। নিবারণের পুরোনো তেজকে উসকে দিতে চায় নগেন। কিন্তু নিবারণ শান্ত থাকে। নিবারণ জানে ধূর্ত-কুটিল নগেনের মতলব। মহাজনী মানসিকতাকে বাদা অঞ্চলের কথ্য ভাষা ও শব্দচিত্রে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে–

> "নেবারণকে বাঘের মুখে ঠেলে দে সে বোতলের ছিপি খুলবে, ভস করে সাদা ফেনার গোটা চলকে উঠবে। লৌকো থাকবে ডাঙি আর পানির মাঝে বরাবর। আর বড়ো মিঞা হামলে পড়লে নেবারণকে যুঝতে হবে এট্টা মরচে ধরা কুঠার নিয়ে। ...নেবারণ হাঁটুজলে এসে ছড়াবে পাতলা লাল রং। তার মজবুত শরীর। আর তখন গাদা বন্দুক নিয়ে সাঁপুই নেবারণকে শিকার করবে। বড়ো মিঞার ভাটা চোখ থমকাবে। বড়ো মিঞা গা ঢাকা দেবে। বা নেবারণ আর বড়ো মিঞা গলা জইড়ে শুয়ে থাকবে বাদার বুকে।"[১৬]

গল্পটি লেখকের জবানিতে বর্ণিত হয়েছে। তবে লেখকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি নেই। তিনি যেন সর্বদ্রষ্টা, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বিবৃত করে চলেন নিবারণের জীবনসংগ্রামের বৃত্তান্ত। গল্পের নামকরণ থেকেই স্পষ্ট গল্পের ভূগোলবৃত্তান্ত। আঞ্চলিক কথ্য সংলাপে লেখক আখ্যানের ভূগোলকে বড় শক্তিশালী করে তুলেছেন। এই গল্পের প্রধান হাতিয়ার ভাষা, যা ছোটোগল্পের চিরাচরিত ছক থেকে পাঠককে নিয়ে যায় বাদার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিপন্ন জগতে। এই মানুষগুলির জীবন মহাজনের হাতে সদা বন্দী। একদিকে মহাজন নগেন সাঁপুই, অন্যদিকে ভাগচাষি নিবারণ। আখ্যানে অনেকগুলি বিপরীত পরিসর আছে। এই বৈপরীত্য আখ্যানের দ্বন্দ্বকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে। জমি বনাম ক্ষমতা-অর্থের জোর। খাজনা বনাম কায়িক পরিশ্রম, অর্থ লালসা বনাম বাৎসল্য। লেখক বাদা চাষিদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র এঁকেছেন। নিবিড় বিশ্লেষণ এই গল্পের প্রাণসম্পদ। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপমায়, শারীরিক গঠনসহ চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে সমস্ত রসদ মজুত করেছেন। যা গল্পের আকর্ষণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি দেখা যেতে পারে—

> "নেবারণের দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা ছিল এরকম : পিঠের ওপর খ্যাপলা জল, ঠান্ডা কালো পিঠের চামড়ায় জালকাঠির ঠোকাঠুকিতে শব্দ। কোমরের হাড়ের নীচ থেকে নেমে যাওয়া উদোম পা, সেখানে পেশির ঢেউ, ভালা আর টাঙির কোপের দাগ। নির্লোম বুক। বুকেও দু'—একটা কাটা দাগ। বুকের ওপর জল-কাদার ছিট। আর তার কাঠামোটা একটু টেরা হয়েছিল। কুতকুত চোখ নড়ছিল। একটা পায়ের পাতা দাবায় তোলা। সেখানে আঙুলের ফাঁকে হাজা। পায়ের মোটা চামড়া। কড়া। আর জোড়া আঙুল সমেত তার পায়ের ছ'টা আঙুল।"[১৭]

গল্পের অন্তিম পর্ব বড় জটিল হয়ে উঠেছে। নিবারণের স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার মুহূর্তে মহাজন বসতজমি ছাড়তে বলেছে। তখন নিবারণ পড়ে যায় অথই জলে। জমি থেকে উৎখাত হয়ে জঙ্গলে নতুন ভূমিতে নিবারণের সন্তানের জন্ম হয়েছে। একদিকে দেখি নিবারণের সন্তানের জন্মের সংবাদ, অন্যদিকে নিবারণ গত রাত্রে দেখতে পাওয়া মৃত বাঘের ছাল ছাড়াতে শুরু করেছে। সে যেন ভয়াল, হিংস্র সমাজের খোলস ছিঁড়ে নতুন শিশুকে বাসযোগ্যভূমি দান করে যাবার জন্য লড়াই শুরু করেছে। বাদার বুকে জলে বাঘ আর ডাঙায় মহাজন। মহাজন বাঘের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর। মহাজনের হিংস্রতার

বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকা মানুষগুলোর প্রতিনিধি নেবারণের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে গল্পে। নিম্নবিত্তের জীবনসংকটই এ গল্পের শিল্পমূল্য। শিল্পমূল্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে আঞ্চলিক ভাষা ও উপমা চয়নে। অব্যর্থ ভাষা প্রয়োগের কারিগরি দক্ষতা ও দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তন গল্পকে রসোত্তীর্ণ করেছে।

'সম্পত্তিবানদের বিরুদ্ধে ছিরু মাঝি' বৃত্তান্তে ছিরুই বাদার প্রান্তিক মাঝিদের প্রতিনিধি। ছিরুদের পৃথক অস্তিত্ব নেই, থাকে না। তাই পরদাদার দেওয়া হিরা নাম ক্রমশ বিকৃত হয়ে ছিরু বা ছেরুতে রূপান্তরিত হয়। নামের এই বিকৃতি উচ্চবিত্তের তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা ও শ্রেণি-শোষণের পরিচয় বহন করে। মাঝবয়েসি ভাঙনখালির নিঃস্ব ছিরুর নিজের বলতে মাংসবিহীন চামড়া সর্বস্ব ক'খানা 'হাড় আর গোস্ত, দাঁড়াশের খোলসের মতো চাম'। ওপরতলার মহাজনের ছিরুর মতো মানুষের প্রয়োজন হয় ভোট এলে, যদিও 'জনগণ' হিসেবে ছিরু অতি তুচ্ছ। লম্বা বাঁশের মতো ছিরু কেবল জোয়ারে দাঁড় টেনে যায়। যা রোজগার, তাতে পেট ভরে না। তার শরীরে 'অ্যাখুন কঠিন আসুখ বেমারি' যা ভুখ অর্থাৎ খিদে থেকে উৎপন্ন হয়েছে। খিদের জ্বালায় বছর পাঁচেক আগে ছিরুর বৌ পালিয়ে গেছে। তাতে অবশ্য ছিরুর দুঃখ নেই, রাগ নেই, রাগতে সে জানে না। খিদের কাতর হয়ে হয়ে তার পেটের রোগ জন্ম নেয়। খালি পেটে দিন কয়েক দিন ওষুধ খেয়েও লাভ হয় না।

নিঃস্ব, শান্ত, নির্বিবাদী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যবিহীন ছিরুকেও একদিন মরতে হয়। তার লাশ "... বোরায় পেঁচিয়ে, বাঁশের সঙ্গে আচ্ছা করে বেঁধে বাদার ভেতরে নিয়ে গিয়ে আগুন লাগানোর কথা। আর নেয়মমাফিক, ই রকম এট্টা মানুষের পোড়ানো বাবদ দানধ্যান থাকে। করে, রাইসমিল আর ইটভাঁটার মালিক, ব্যাপারী, মাহাজন। আর বাদার দু'চারটে মানুষ দেয় কাঁধ। সিদিন তারা ওজগার বন্ধ রাখে। এট্টু ধেনো কিংবা তাড়ি খায়। হঠাৎ মনটা বেবশ হয়। এট্টু দুঃখ আসে বুকের ভিদরে কাঁপন ধইরে। একবেলা লৌকো বন্ধ থাকতি পারে। নাও থাকতে পারে।"[১৮] তার জন্য শোক পালন করার কেউ নেই।

বেঁচে থাকতে যে 'ভুখ বেমারি' তাকে ব্যতিব্যস্ত, বিপর্যস্ত রেখেছিল, মৃত্যুর পর তার নিজের শরীর আর নিজের রইল না। তার সৎকার প্রায় এক উৎসবে পরিণত হয়। মৃত্যুর পরও তার সৎকার-উৎসবে সামিল হয় বাদার নোনামাটি, জল ও তামাম প্রকৃতি–

> "নদীর পাড়ে জলো বালিমাটিতে, কাঠের শয্যায়, একটা আধপোড়া মানুষের শরীর ধোঁয়াবে, লাল পাতি ষকাঁকড়া সুড়সুড় করে ঢুকে যাবে সরু গর্তে, জলে শব্দ থাকবে। শব্দ বাতাসের আগে হেতালের ডাল লুটিয়ে দেবে, আর তামাম বাদায় বেড় দেওয়া জল ভিন্ন ভিন্ন নদীর খর টানে ভাসাবে একটা পোড়া কাঠ। টাইগার পোজেক্ট সোঁদরবনের কচি বাঘ ডাগর করে তুলবে, ব্যাঙ্কের জাহাজ জোতদারের ট্যাকা থুতু দিয়ে গুণে জমিয়ে রাখবে, আর বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা অনুযায়ী দেড়কুড়ি বছরের ভিটামিন আর প্রোটিনের অভাব, হাভাতি ঘা কোপ রোগভোগ সমেত একটা চিতায় খ্যাপা মশালের মতো যে আগুন হাওয়ার তোড়ে চলকাবে, রক্ত বলে ভ্রম হবে; আর খ্যাপা বাতাস, ফাঁকা বাদা, চার-পাঁজ্জন মানুষের ফিসফাসে বিস্তর ভ্রম হতে থাকবে।"[১৯]

'ভাসানিজাল ও রমানাথ আরি' গল্পের নাম চরিত্র রমানাথের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। তার উপস্থিতি সহকর্মী কাউড়িদের মনের মধ্যে, কাজেকর্মে, স্মৃতিচারণায়। রমানাথের উপস্থিত বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, উচ্চাশা, সহানুভূতিশীল মনের কথা গল্পে বারবার উঠে এসেছে। ইলিশের মরসুমে তাদের আয়ের সম্ভাবনা বেশি থাকত। তখন বন্যা হলে তাদের সব আশা-ভরসা মাটি হয়ে যাওয়ার মুখে মাথা ঠাণ্ডা রেখে "নিশ্চিত রমানাথ মারদাঙ্গা করত না, বা পাইকেরদের গাল দিত না; বাপ্পোৎ... বাপকেলে মাল...শউরের পো। বা ফাতাফাতা করে পাইকেরের খাতা ছিঁড়ে 'পুলুশ'কে নেমতন্ন করে আনত না। সে চাকন বাসের মাথায় বসিয়ে চলে যেত হিজলি, ঘেরার ট্যাকা শুধে দিয়ে বলত : লে ইবরে উদযোগ কর। নিশ্চিত রমানাথ মালবেচা ট্যাকা থেকে খানিক হাতিয়ে নিত যা তারা অ্যাদ্দিনে টের পেয়েছে বলে আপশোস।"[২০] আমরা বুঝতে পারি না, রমানাথ সুযোগ বুঝে বাকি কাউরিদের ফাঁকি দিয়ে টাকা সরিয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 39
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রমানাথের জীবনে দুই নারী, একজন বিবাহিত স্ত্রী ও অন্যজন 'রাঁড়' বৈশাখী। একটা সময় ছিল যখন রমানাথ 'বৈশাখীর মতো একটা রাঁড়কে খানিক চাল-ডাল দিয়ে যেত, খুচরো দু'-চার টাকা দিত, রোগভোগে খেয়াল রাখত।' কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। টাকার অভাবে রমানাথের স্ত্রী ও বৈশাখী একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রবল আক্রোশে ফুঁসছে তারা, মারামারি করে 'তাদের আছড়ে ফেলবে পরস্পরের শরীরে, শেষে থুতু লালা আর আঁচড় নিয়ে কেবল শ্বাস পড়বে দুটো শরীরের।' নিখোঁজ রমানাথকে বাদ দিয়ে কাউড়িরা মরসুমে ভাসানিজাল নিয়ে মাতলার বুকে আছড়ে পড়ে। আর, "রমানাথের রাঁড়, বৈশাখীর সাদা আঁচল যা আর সেলাই করা অসম্ভব বলে কয়েকটা গেরো নিয়ে বাতাসে ফোলে এমন যেন গর্ভ, তাতে পাড়ে বাহার খেললেও সাদা রং মলিন হওয়ায় সবই ম্যাড়মেড়ে, যাতে দুখাতে থাকে বুক। কেননা মাগি অনাহারে আছে...।"[২১] অন্যদিকে মাতলার বুকে আত্মগোপনকারীর রমানাথ কাউরিদের পরিশ্রমের টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। সে অলিচকের এজেন্ট 'সিরাজুল সর্দার হতে চেয়েছিল বলে তার মাগকে রাঁড়িগিরি কত্তে হচ্ছে।'

মাতলার বুকে ভেসে চলা কাউড়িদের ধর্মবিশ্বাস কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নয়। বাদার নিজস্বতা সেই বিশ্বাস ও সংস্কারে থিতু হয়ে আছে। বিপদে বা আনন্দে 'জয় মসনদ-ই আলা, জয় বাবাসাহেব' বলে হিজলির বাবাসাহেবের মাজারে তারা খুর্মা মানত করে। সেখানে দিবারাত্রি আগরবাতি জ্বলে আর মৌলভি-পিরের জমায়েত হয়। সেই মানত করা খুর্মা তারা ভাগ করে খায়। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তারা মোটা লালচে চালের ভাত আর বিলসে মাছের গন্ধে ভুরভুর নৌকোর ছইয়ের ভেতরে বনবিবি আর দুঃখের গল্প ফেঁদে বসে। তাদের মুখে মুখে তৈরি হওয়া লোককাহিনির শব্দ পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। তাদের যাবতীয় অপ্রাপ্তি, হতাশা, ক্ষোভ, নীচতা, স্বার্থপরতা, কাম ও আসক্তির কোলাজে বাদার অ-পরিচিত জীবনের সঙ্গে পাঠক সম্পৃক্ত হতে থাকে।

নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের সম্পর্কে বলতে গেলে তাদের মুখের ভাষাকে বাদ দিলে চলে না। ভাষার সঙ্গে জুড়ে থাকে আঞ্চলিক ইতিহাস, বিশ্বাস ও রীতিনীতির ঐতিহ্য। এ প্রসঙ্গে সমালোচক রবি সেন 'আদিম গল্পে আধুনিকতা' প্রবন্ধে লিখেছেন- "রাঘবের গল্পসংকলনের প্রথম গল্প 'ভূ' থেকে 'সম্পত্তিবানদের বিরুদ্ধে ছিরু মাঝি'-তে লেখকের ন্যারেটিভ আঞ্চলিক ভাষাকে আশ্রয় করে, এবং তা শুধু তাদের কথোপকথনে নয়, তাদের ভাবনা-চিন্তায়, চিন্তা প্রবাহে এবং লেখকের অভিনিবেশেও প্রাধান্য পেয়েছে।"[২২] এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

> ১. "...জয়নাব তখন কোলপোঁছা ছাবালটার হেগো কাঁথা ধোবে: ঢ্যামনা, কর্জ করো, ধার করো...যিখেন থেকে পারবি নে আয়...নাহলি বল নাঙ করি খেতি হবে...যমের কি চক্ষু লেই এট্টা মাগিকে টেনে লিতি পারে না।"[২৩]

এই উদাহরণে নারীর ভাবনা, অনুভবের মধ্যে যে মায়া, বিরক্তি ও অসহায়তা মিশে আছে তা উপরিউক্ত বর্ণনায় স্পষ্ট।

> ২. "শব্দ যা ছিল সবই কাঁসর ঘন্টার, পেছনে গোটাকতক চিগনে ছাবাল। সবই কেমন কালো কালো, মরা পাছা, জালার মত পেট আর শুকনো, দড়াটে হাত-পা। চুন-জলের রেখা চোঁয়ায় আকাশ থেকে, ফলে সেই সব কালো রেখা, বক্র, ম্লান আর ভাঙতে থাকে। বাঁধ ছাড়িয়ে বিসর্জনের মিছিল থমকায়, যেখানে, কাদা স্থায়ী, পায়ের ছাপ ধরে রাখে বলে কতকগুলো গর্ত খোদাল। জোয়ার সবই ভরায় বলে নিশ্চয় সেখানে কাঁকড়ার কুচো পা, জলমাকড়সা কিংবা বিলসে মাছের ফিন নজর হতে পারে।"[২৪]

লেখক যখন আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি মান্যগদ্যে লেখেন তখন বোঝা যায়—

> "রাঘব জটিল বাক্য তৈরি করতে ভালোবাসেন। সে-ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর গল্প-কল্পনা জড়ানো। 'জড়ানো'টা বোঝা যায় সেই ভাষার অবাধ্যতায়। কতটাই অনায়াসে রাঘব দখলের ভাষার সঙ্গে স্মিতি-আতুর বাংলা আখ্যানের বঙ্কিমিরীতি মেশান অথচ দেখান না যে তিনি ভাষা নিয়ে এমন করেছেন।"[২৫]

আঞ্চলিক ভাষাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে ভাষার যথাযথ লিপিকরণ প্রয়োজন। লিপিকরণ সঠিক না হলে চরিত্র ও বক্তব্য বিষয়ে সজীবতা ও বাস্তবতা থাকে না। গল্পকার পরিশীলিত, মান্যগদ্যের পরিবর্তে যে গদ্য ও ভাষার ব্যবহার

করেছেন, তার লিপিকরণ পাঠকের মনে বিশেষ আবেদনের জন্ম দিয়েছে। নিচে পৃথক পৃথক গল্প থেকে দুটি নমুনা দেওয়া হল-

> ১. "এট্টু ত্যারশফ্যারশ হওয়ার যো লেইকো। খাটনিকে খাটনি যাবে উদিকে চিইতে পড়বে ধান। ঝেদি দ্যাখো মাথায় এট্টু বেশি বেড়িছে, তাহলি এট্টু জল দেখি রুয়ে দিয়ো বাপু। না হলি সমুন্দির পো নিশ্চিত এইলে যাবে।"[২৬]
>
> ২. "সি, ছেরু, কোবরেজ হাকিম কত্তি পারবেনি। অথচ তার শরীলে এট্টা অসুখ এসিছে। কঠিন অসুখ। তার বুকের ভিদরে বেদনা ফাল দেয়। হাঁপ ধরে। সি জোর করি হাবা টানতি পারেনি। দম বন্ধ হয়ে আসে। তার লিজের শরীর, তখুন, আর তার লিজের লয়। এ হল ভুখ বেমারি। খেতে না পে পে ই বেমারি, অ্যাই আসুখ ছেরুর শরীলে বাস্তুসাপের পারা ডেরা বাইনেছে। আর তাকে বাঁচতে দিবেনি।"[২৭]

চিত্রধর্মিতা একটি সাহিত্যিক শব্দ, যার মাধ্যমে লেখক পাঠকের মনে সংবেদনশীল অভিজ্ঞতার একটি ছবি তুলে ধরেন। শব্দের মাধ্যমে পাঠক বিষয়টির স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ ও দৃষ্টির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ আবেগ ও অনুভবকে গ্রহণ করেন। বাদা পর্বের গল্পগুলি থেকে দুটি উদাহরণ দিয়ে চিত্রধর্মিতা বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হল-

> ১. "মাথার উবড়ে চড়া ওদ। রোদ্দুর চলকে যাচ্ছে ইসাকের মাথা আর মরা পাছার ওপর। গায়ের রোঁয়া রোঁয়া সোনালি লোমের ডগায়। দ্যাখা যাচ্ছে ওর ওলটানো নাইকুণ্ডু। ফোলা একটা পেটের ওপর হাড়ের দাগ। বানভাসির কালো বলদের পারা। ইসাকদের গোরুটার হাড়-পাঁজরা অমনি বেরিয়ে এসেছিল। গোরুটার পাছায় একটা কলকে পোড়া ছাপ ছিল। গোরুটা ভেসে গ্যাছে।"[২৮]
>
> ২. "সেখানে ঘোলা জলের সোত। তলায় তলায় মিঠেপানির চোরা সোত। জওর। ভাটি। আর বিবির বুকের মতো মাটি। বছর বিয়োনি ফাতেমার খোলের মতো মাটি। ছাবালের মতো ধান। ধানের ভেতর থোর। ধানের বুকে দুধ। ...পাছার উদোম গলুই বের করে, থ্যাবড়া পা, হাজায় খাওয়া আঙুল, আর উপোসী হলুদ পানসে দাঁত, ঝাঁকাড় দেওয়া চুল নিয়ে ন'জন খাউনের সমসার ঠ্যালা ইসাকের পাছায় ফজির এসে ফড়িঙের মতো নাচতে লাগল।"[২৯]

প্রাকৃতিক পরিবেশ বাদার জীবন ও জীবিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে উচ্চবিত্তের দূস্তর অর্থনৈতিক ব্যবধান সামাজিক প্রতিপত্তির ক্ষেত্র তৈরি করে। জলবেষ্টিত দ্বীপের মতো বাদার প্রান্তিকায়িত মানুষগুলিও একক ও বিচ্ছিন্ন। তারা কিছুতেই জোট বেঁধে প্রতিবাদ করার মতো মানসিক দৃঢ়তা ও সাহস জোগাড় করে উঠতে পারে না। দারিদ্র্য, মৃত্যু বা অন্যান্য কারণে দুঃখ-শোকের 'বিলাসিতা' টুকুও তাদের জীবনে বাহুল্য বলে বোধ হয়। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাদার বেত্তান্ত' আমাদের চেনা, পরিচিত সমাজ-বাস্তবতার বিপরীত দিকে অবস্থান করে। তাদের জীবন সংগ্রাম হোক বা খাদ্যাভ্যাস, ধর্মবিশ্বাস হোক বা মানসিক শোষণের নাগপাশ, সব কিছুই আমাদের স্তব্ধ করে দেয়।

> "আখ্যান নির্মাণের প্রয়োজনে তাদের চরিত্রের সামান্য ইতরবিশেষ করারও কোনো দরকার পড়ে না। কেননা রাঘব গতিশীল আখ্যান নির্মাণের কোনো চেষ্টাই করেননি, তাই তাদের মুখের ভাষা, কোঁত দেওয়া, ঘায়ের চুমটি তোলা... কিছুই বাদ যায় না। ভালোবাসাবাসি, প্রেম পিরিতের প্রচলিত প্যাটার্ন বা মহত্ত্ব মনুষ্যত্বের মতো বড়ো বড়ো কথা দিয়ে তাদের জীবনকে আদর্শায়িত করতে চাননি, কেননা তাদের কাছে বেঁচে থাকাটাই প্রধান আর খিদেই ঈশ্বর।"[৩০]

'বিন্দু বিন্দু সিন্ধু দিয়ে সাগর' তৈরির যে অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের আশ্চর্য করে দেয়, বিন্দু বিন্দু আশা নিয়ে বাদার বাসিন্দাদের বেঁচে থাকার তীব্র আকুতিও আমাদের হতবাক করে দেয়। 'এভাবেই টুকরো টুকরো গল্প কোলাজের মতো বসিয়ে এবং মাঝের ফাঁকা ক্যানভাসের জমিটুকুতে কথার জাল বুনে বুনে এক সময়ে' বাদার বেত্তান্ত। কিন্তু 'শেষ হয়েও

হইল না শেষ' তাদের জীবন-জীবিকার সংগ্রাম, সংকট, আর্থিক অনটন, মানসিক অস্থিরতা এবং শারীরিক অসুস্থতা। তার পরিসমাপ্তি নেই বলেই তাদের জীবন ভেসে চলে নোনাজলে ঢেউ তুলে- এপ্রান্ত থেকে সেপ্রান্ত।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, নবারুণ, রাঘবের নিজস্ব মুক্তাঞ্চল, কথক, শতদল মিত্র (সম্পা.), রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫৫
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, ভূমিকা-এক
৩. তদেব, ভূমিকা - চার
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, ভূ, গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৬
৫. তদেব, পৃ. ৫
৬. তদেব, পৃ. ৮
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, টঙ, গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১২
৮. তদেব, পৃ. ১৪
৯. তদেব, পৃ. ২০
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, বাদার গল্প ১, গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২১
১১. তদেব, পৃ. ২২
১২. তদেব, পৃ. ২৩
১৩. তদেব, পৃ. ২৬
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, বাদার গল্প ২, গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৭
১৫. তদেব, পৃ. ২৯
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, বাদার গল্প ৩, গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৪
১৭. তদেব, পৃ. ৩২
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, 'সম্পত্তিবানদের বিরুদ্ধে ছিরু মাঝি', গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৯
১৯. তদেব, পৃ. ৪০
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, 'ভাসানিজাল ও রমানাথ আরি', গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪৩
২১. তদেব, পৃ. ৪২
২২. সেন, রবি, আদিম গল্পে আধুনিকতা, কথক, শতদল মিত্র (সম্পা.), রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪০
২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, ভূ, গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫
২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, 'ভাসানিজাল ও রমানাথ আরি', গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪১
২৫. রায়, দেবেশ, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি গল্প, কথক, শতদল মিত্র (সম্পা.), রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৩

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, বাদার গল্প ২, গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৯
২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, 'সম্পত্তিবানদের বিরুদ্ধে ছিরু মাঝি', গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪০
২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, টঙ, গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৬
২৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, বাদার গল্প ১, গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২২
৩০. অধিকারী, রণজিৎ, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প : উলঙ্গ তরবারি বিশেষ, কলি খাতা, বিশেষ সংখ্যা জাতীয়-আন্তর্জাতিক কথাসাহিত্য, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষ, সংকলন ৮, পৌষ ১৪২৮, পৃ. ৫৯

Bibliography:

আকর গ্রন্থ –

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, গল্প সংগ্রহ, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২

সহায়ক গ্রন্থ –

দাশ, শচীন, জল, জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করন- জানুয়ারি ১৯৯৭

পত্রিকা –

কলি খাতা, বিশেষ সংখ্যা জাতীয়-আন্তর্জাতিক কথাসাহিত্য, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষ, সংকলন ৮, পৌষ ১৪২৮
কথক, শতদল মিত্র (সম্পা.), রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১২
সমকালের জিয়নকাঠি, নাজিবুল ইসলাম মন্ডল (সম্পা.), শচীন দাশ স্মরণ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন যুগ্ম সংখ্যা, ২০১৬
পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংখ্যা ১৪০৬, বর্ষ ৩৩, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার